তারিখ ... 11 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১...১৬ কলাম...৪...

যুগান্তর

হাজীগঞ্জে ধড্ডা মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী কলেজ কেন্দ্রে কক্ষ পরিদর্শকের সামনেই একে অন্যের খাতা দেখে পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা যুগান্তর

হাজীগঞ্জে মিলেমিশে পরীক্ষা!

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

হাজীগঞ্জে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব চলছে। হাজীগঞ্জ উপজেলায় সাতটি পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে নকলের ভয়াবহতার চিত্র। হাজীগঞ্জ শহর এলাকার বাইরের কেন্দ্রগুলোতে চলছে হরদম নকল করে পরীক্ষা। সোমবার পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষা দেখতে গিয়ে হাজীগঞ্জ মডেল কলেজের পরীক্ষার্থী মঞ্জুর আলমকে বহিষ্কার করে কুমিল্লা বোর্ডের পরিদর্শক দল। কাকৈরতলা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা (কাকৈরতলা জনতা কলেজ) কেন্দ্রে প্রবেশকালে বাধার মুখে পড়তে হয়। ভিডিওধারণ করা চিত্রে দেখা গেছে, পরীক্ষার হলগুলোতে দায়িত্বরত শিক্ষকরা দৌড়াদৌড়ি করছেন। এতেই বুঝা যায়— সংবাদকর্মী প্রবেশের আগে পরীক্ষার হলের চিত্র কেমন ছিল? এ কেন্দ্রে নকলের দায়ে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষায় এক ছাত্র বহিষ্কার হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গতবছরের উপজেলার দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী ধড্ডা মোয়াজ্জেম হোসেন ডিগ্রি কলেজে নকলের হালচিত্র। কেন্দ্রটির প্রতিটি কক্ষেই পরীক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছ থেকে সরবরাহকৃত নকল করেই পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের বিভিন্ন কক্ষের পর্যবেক্ষকরা ম্যানেজ হয়েই কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। অনুসন্ধানে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিভিন্ন কলেজ থেকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়া শিক্ষকদের যাতায়াত সুবিধা, ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ও উৎকোচ প্রদান করে স্বার্থ আদায় করা হচ্ছে। স্বার্থটি হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের নকল ও দেখাদেখি করার সুযোগ দেয়া। একই চিত্র নাসিরকোর্ট শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজ ও দেশগাঁ কলেজের। ধড্ডা মোয়াজ্জেম হোসেন ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে নকল প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কেন্দ্র সচিব জামাল উদ্দিন বলেন, ধড্ডা কলেজে নকলের এমন দৃশ্য আমার জানা নেই। দায়িত্বে আছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহবুবুর রশীদ ও অধ্যাপক মফিজুর রহমান। তারা ভালো বলতে পারবেন। জানতে চাইলে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও ধড্ডা মোয়াজ্জেম হোসেন ডিগ্রি কলেজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহবুব রশীদ জানান, কাগজ নিয়ে হলে কেউ আসে না। কাগজের নকল হয় না। হয়তো একটু দেখাদেখি হয়। আর আমার দায়িত্ব পরীক্ষার হলের ভিতরে নয়, বাইরের পরিবেশ ঠিক রাখা।

দায়িত্বে অবহেলা নাকি অন্যকিছু! জানতে চাইলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ আলী রেজা আশ্রাফী বলেন, নকলের প্রমাণ মিললে কক্ষ পরিদর্শকের এমপিও স্থগিত করা হবে। নকল প্রসঙ্গে কথা হয় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদের সঙ্গে। তিনি মুঠোফোনে বলেন, নকল প্রতিরোধে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যেসব কেন্দ্রে নকল সরবরাহ ও দেখাদেখি হয়, আমরা সেসব কেন্দ্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।